**[২০২১] ১১ এস সি আর ৯**

**জিতুল জেন্টিয়াল কোটেচা**

**বনাম**

**গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা ইত্যাদি**

**(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৩২৮-১৩৩৩)**

**১২ই নভেম্বর ,২০২১**

**[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বি ভি নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]**

*ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ঃ*

*৪৮২ ধারা -হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা-প্রয়োগ-তথ্যের ভিত্তিতে, জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক-আবেদনকারীর দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮ এবং ১২০খ -র অধীনে বিবাদীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে -উত্তরদাতা ২নং হইতে ৭ নং হাইকোর্টের কাছে ধারা ৪৮২-এর অধীনে আর্জি দায়ের করেছে এফআইআর বাতিল করার জন্য - হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ যে তদন্ত অব্যাহত থাকবে তবে কেবল অনুমতি নিয়ে চার্জশিট দাখিল করা হবে-খসড়া চার্জশিট ও বিবাদীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৮৫,৩৮৯,৪১৮,৪৭৭,৫০৬(২), ১২০খ এবং ৩৪ -তে -খসড়া অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত হিসেবে ৮ ও ৯ নং আসামীদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে - হাইকোর্ট ৪ এবং ৫ নম্বর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ছাড়া, বাকি সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা এফআইআর বাতিল করেছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৮৫ এর দ্বারা -আপিলে স্থির করা হয়েছেঃ হাইকোর্ট এফআইআর এবং এর ফলাফলস্বরূপ সমস্ত কার্যক্রম বাতিল করে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুলিশকে চার্জশিট জমা দিতে বাধা দিয়ে এবং এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে খসড়া চার্জশিটের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে, ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগের সীমা অতিক্রম করেছে- হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে জমা দেওয়ার আগে একটি 'খসড়া চার্জশিটের' উপর নির্ভর করে ধারা ৪৮ এর অধীনে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করতে পারে না- হাইকোর্টের নির্দেশ, যেখানে আগে আদালতে প্রতিবেদন পেশ না করে ম্যাজিস্ট্রেটকে জমা না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা কোনো যুক্তি ছাড়াই দেওয়া হয়েছে-অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশটি ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে পরিকল্পিত তদন্ত প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের সমান ছিল- অধিকন্তু, এফআইআর-এ প্রাথমিক অভিযোগগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ৬ এবং ৭ নম্বর অভিযুক্ত এসবি-এর আইনি উত্তরাধিকারীদের সাথে চ্যামপার্টাস চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা আপীলকারীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সাথে জড়িত ছিল - হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে অভিযোগগুলি দেখে মনে হয় ৪ এবং ৫ নম্বর অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৯৫ ধারার অধীনে চাঁদাবাজির অপরাধ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে- যাইহোক,*

*হাইকোর্ট অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ পরীক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল--সুতরাং, যখন অভিযুক্তদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আরোপ করা হয়েছিল, তখন হাইকোর্ট ধারা ৪৮২-এর মাধ্যমে এফআইআর বাতিল করতে পারত না-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, ৮ ও ৯ নম্বর উত্তরদাতা যাদের নাম খসড়া চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এফআইআর-এ নয়, তারা হাইকোর্টের সামনে খসড়া চার্জশিট পেশ করার আগে বাতিল আবেদন দায়ের করেছিল এবং হাইকোর্ট ধারা ৪৮২-এর মাধ্যমে তাদের আবেদনগুলি গ্রহণ করতে এগিয়ে যায়-উত্তরদাতা নম্বর ৮ এবং ৯ এর বিরুদ্ধে তদন্তে হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ একটি প্রারম্ভিক স্তরে ছিল এবং এটি প্রয়োজনীয় ছিল না – এটি প্রক্রিয়ার স্পষ্ট অপব্যবহার হয়েছে – অতএব, হাই কোর্ট দ্বারা পাসকৃত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে*

*ধারা ৪৮২ - হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা-প্রয়োগ-স্থির করা হয়েছে - হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অবশ্যই সংযতভাবে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে-অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হাইকোর্টকে ইচ্ছামতো এবং কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না-সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না-হাইকোর্ট কোনও তদন্তকারী সংস্থাকে তার সামনে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে না বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন জমা না দেওয়া হলে এই ধরনের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে না।*

২০১৯-এর এসএলপি (সিআর) নম্বর ৫৭৩৬-৩৯ থেকে উদ্ভূত আপিলগুলি মঞ্জুর করা এবং ২০১৯-এর এসএলপি (সিআরএল) নম্বর ৫৭৩৪ এবং ৫৭৩৫ থেকে উদ্ভূত আপিলগুলি খারিজ করে আদালত

স্থির করে ; ১) হাইকোর্টকে অবশ্যই ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংযতভাবে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হাইকোর্টকে ইচ্ছাকৃত বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না। হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না।

জুগেশ সেহগাল বনাম শমশের সিং গোগী (২০০৯) ১৪ এস. সি. সি ৬৮৩: [২০০৯] ১০ এস. সি. আর ৮৫৭; সিমরিখিয়া বনাম ডলি মুখার্জি (১৯৯০) ২ এস. সি. সি ৪৩৭: [১৯৯০] ১ এস. সি. আর ৭৮৮: প্রতিভা বনাম রামেশ্বরী দেব (২০০৭) ১২ এস. সি. সি ৩৬৯: [২০০৭] ৯ এস. সি. আর ১০৩৮-উল্লিখিত।

২.১) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৪ এবং ১৫৬ ধারার অধীনে একটি আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত করার জন্য পুলিশের একটি বিধিবদ্ধ অধিকার রয়েছে।

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারার ২ (১) উপধারায় বলা হয়েছে যে, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন, যিনি প্রতিবেদন অভিযুক্ত অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার আগে, ম্যাজিস্ট্রেটকে তাদের নিজস্ব মন প্রয়োগ করতে হবে এবং পুলিশের দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হতে হবে না। হাইকোর্ট কোনও তদন্তকারী সংস্থাকে তার সামনে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে না বা ধারা ৪৮২-এর অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে না যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি।

২.২) হাইকোর্ট ২০১৬ সালের ২রা মে তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় কিন্তু নির্দেশ দেয় যে, তার অনুমতি ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া যাবে না। নির্দেশটি কোনও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত ছিল না। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়েও, হাইকোর্টকে অবশ্যই মনের প্রয়োগ প্রদর্শন করতে হবে এবং কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করার কারণ সরবরাহ করতে হবে, যা যথাযথ মামলায় এই আদালতের সামনে পরীক্ষা করতে সক্ষম। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশটি সিআরপিসি-র অধীনে পরিকল্পিত তদন্ত প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের সমান। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চার্জশিট জমা দিতে পুলিশকে সীমাবদ্ধ করে এবং তার আগে কার্যধারায় "খসড়া চার্জশিটের" বিষয়বস্তু আরও খতিয়ে দেখে হাইকোর্ট তার উপর প্রদত্ত ক্ষমতার পরিধি লঙ্ঘন করেছে।

২.৩) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগপত্র দাখিল করা হলে এবং ৪৮২ ধারা অনুযায়ী উচ্চ আদালতে কার্যধারা বিচারাধীন থাকলে একটি ভিন্ন অবস্থান তৈরি হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টকে অবশ্যই তদন্তের সময় সংগৃহীত উপাদান বিবেচনা করতে হবে। তবে, হাইকোর্ট কোনও "খসড়া চার্জশিট"-এর উপর নির্ভর করতে পারে না যা এখনও ধারা ৪৮২ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাখা হয়নি।

কাপ্তান সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ফৌজদারি আপীল নং ২০২১ এর ৭৮৭ ; মহেন্দ্র কেসি বনাম রাজ্য কর্ণাটক ফৌজদারি আপিল নং২০২১ এর ১২৩৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৪ ) এফআইআর-এর অভিযোগগুলি প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ষষ্ঠ এবং সপ্তম উত্তরদাতারা এসবি-র আইনি উত্তরাধিকারীদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ চুক্তি করেছিল এবং আপিলকারীর কাছ থেকে অর্থ চাঁদাবাজিতে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। বিতর্কিত রায়ে, হাইকোর্ট বলেছিল যে তাদের মুখের অভিযোগগুলি প্রকাশ করে যে চতুর্থ এবং পঞ্চম উত্তরদাতারা ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৩৮৫ ধারা অনুসারে চাঁদাবাজির অপরাধ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যাইহোক, হাইকোর্ট অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ পরীক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারাও এই ধরনের চাঁদাবাজির জন্য গোপনীয় ছিল, সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে, যখন অভিযুক্তদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা দায়ী করা হয়েছিল, তখন হাইকোর্ট মোট সিআরপিসির ধারা ৪৮২ এর অধীনে এফআইআর বাতিল করতে পারত।

২.৫) তার বিতর্কিত রায় চলাকালীন, হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে খসড়া চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে নাম থাকা কিছু ব্যক্তি (অষ্টম ও নবম উত্তরদাতা) স্পষ্টতই খসড়া চার্জশিট হাইকোর্টে পেশ করার আগে বাতিলের আবেদন দায়ের করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে, আবেদনকারীর পক্ষে জমা দেওয়ার মধ্যে সারবত্তা রয়েছে যে হাইকোর্টের সামনে কার্যধারা একটি অস্বাভাবিক, যদিও অসাধারণ পথ অনুসরণ করেছে। হাইকোর্ট খসড়া চার্জশিটে উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের ভিত্তিতে এফ. আই. আর-এ নাম না থাকা ব্যক্তিদের নির্দেশে ধারা ৪৮২-এর অধীনে বাতিল করার আবেদনগুলি গ্রহণ করতে এগিয়ে যায়। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুসারে উপযুক্ত আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা হাইকোর্টের কাছে একটি খসড়া চার্জশিট পেশ করেছিলেন। তদন্ত চলাকালীন যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে অভিযুক্তরা সিআরপিসির ধারা ২০৭-এর অধীনে চার্জশিটের একটি অনুলিপি পাওয়ার পরে অভিযুক্তদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। স্পষ্টতই, খসড়া চার্জশিটে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ইতিমধ্যেই ৪৮২ ধারার কার্যধারায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তদন্তকারী অফিসার আইন অনুযায়ী উপযুক্ত আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে চার্জশিট জমা দেওয়ার আগে। খসড়া অভিযোগপত্রে হাই কোর্টে মামলাগুলি খারিজ করার জন্য আর্জি দাখিল করার কথা উল্লেখ রয়েছে, যা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে,

অভিযোগপত্র হাই কোর্টের নোটিশে আনার আগেই খারিজ করার আর্জি ইতিমধ্যে দাখিল করা হয়েছিল হাইকোর্টের এই উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। 'আবেদনকারী মৌখিক এবং লিখিত উভয় জমা দেওয়ার সময় জমা দিয়েছেন যে এই ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে অভিযুক্তরা পুলিশের সাথে জড়িত ছিল। হাইকোর্টের উচিত তার প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের জন্য জীবিত থাকা।

২.৬ ) যদিও গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় দায়রা বিচারপতির কাছে আগাম জামিনের আবেদন দায়ের করা হতে পারে, তবে এটি এমন ব্যক্তিদের নির্দেশে ৪৮২ ধারার অধীনে বাতিল করার আবেদনের ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারেনি যাদের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি এবং যারা আগে যেমন বলা হয়েছে, হাইকোর্টে খসড়া চার্জশিট জমা দেওয়ার আগেই বাতিল করার জন্য কার্যক্রম শুরু করেছিল। হাইকোর্টের রায় ইঙ্গিত দেয় যে বিভিন্ন বাতিলের আবেদনে আবেদনকারীদের দ্বারা তার সামনে যে মামলা স্থাপন করা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার সময়, এটি এফআইআর এবং খসড়া চার্জশিট বাতিল করার জন্য এগিয়ে গেছে যারা এফআইআর-এ অভিযুক্ত হিসাবেও অভিযুক্ত হয়নি। অষ্টম ও নবম বিবাদীদের বিরুদ্ধে তদন্তে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অপরিণত পর্যায়ে ছিল এবং তা সমর্থনযোগ্য ছিল না।

২.৭) মৌখিক যুক্তিতর্ক চলাকালীন, বিবাদীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি পূর্ববর্তী অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যার ফলে একটি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। বিবাদীদের এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল যে ২০২১ সালের ৮ই জুলাই ফৌজদারি মিসে হাইকোর্ট আবেদনকারীর নির্দেশে পূর্ববর্তী অভিযোগের পাশাপাশি চার্জশিট এবং সমস্ত ফলস্বরূপ কার্যধারা বাতিল করে দিয়েছিল, যা আবেদনকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা লিখিত জমা দেওয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। বিবাদীদের পক্ষ থেকে আরেকটি আবেদন করা হয় যে, আবেদনকারী কিছু অভিযুক্তের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছেন এবং পুরো এফআইআর বাতিল করা হয়েছে। এই দিক থেকে, আবেদনকারী লিখিত আবেদনে নথিভুক্ত করেছেন যে ফৌজদারি বিবিধ তার মেমো ২০২১ সালের আবেদন নং ১০৫২৯ দুই ব্যক্তির দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল (চতুর্থ এবং পঞ্চম উত্তরদাতা) যাদের ক্ষেত্রে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।এই পরিপ্রেক্ষিতে ৯ জুলাই ২০২১ তারিখের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

সম্পূর্ণ এফআইআর খারিজ হয়ে গেছে। ৮ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশের ফলে উল্লিখিত দুই ব্যক্তি ব্যতীত সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইআর বাতিল হয়ে যায়। অতএব, ৯ জুলাই, ২০২১ তারিখের আদেশটি কেবল বাকি দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করে যার সাথে পরবর্তী সমঝোতা হয়েছিল। এই পটভূমিতে, আবেদনকারী বলেছিলেন যে ২০১৯ সালের এসএলপি (সিআর!) নম্বর ৫৭৩৪ এবং ৫৭৩৫ চাপ দেওয়া হচ্ছে না। উপরের এসএলপিগুলির উত্তরদাতা সেই জমির বিক্রেতার আইনি উত্তরাধিকারী যার কাছ থেকে আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যরা জমি কিনেছিলেন। অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যারা অসঙ্গত চুক্তি সম্পাদন করেছেন বা তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে সহায়তা করেছেন (অষ্টম উত্তরদাতা) এবং যাদের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থ চাঁদাবাজির পক্ষ বলে অভিযোগ রয়েছে। অতএব, হাইকোর্ট এফআইআর এবং সমস্ত ফলস্বরূপ কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে সিআরপিসির ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করেছে। হাইকোর্টের সামনে প্রক্রিয়াটির স্পষ্ট অপব্যবহার হয়েছে। সুতরাং, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ :

| | | |
|---|---|---|
| [২০০৯] ১০ এসসিআর ৮৫৭ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ২০ |
| [১৯৯০] ১ এসসিআর ৭৮৮ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ২০ |
| [২০০৭] ৯ এসসিআর ১০৩৮ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ২০ |

ফৌজদারি আপীল এখতিয়ার; ২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৩২৮-১৩৩৩।

গুজরাটের আহমেদাবাদ হাই কোর্টের, এর ০৮.০১.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ, যেখানে সিআরএল.এম.এ. নং ৯৮৮৫, ১০৫৩৪, ১০৬১২ এবং ১০৬৫১, ২০১৬ এবং এস.সিআরএল.এ. নং ১০১৪০ এবং ৫৮৫৯, ২০১৬ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিখিল গোয়েল, জয় এম. ঠক্কর, শ্রীমতি নবীন গোয়েল, বিনয় ম্যাথিউ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী অর্চনা পাঠক দাভে, সুশ্রী দীপানবিতা প্রিয়াঙ্কা, সোমেশ চন্দ্র ঝা, রাহুল নারাং, করণ ভারিহোক, সিদ্ধান্ত শর্মা, 'সুশ্রী, নেহা সহায় ভারিহোক, খিলান চন্দ্রানী, আইনজীবীরা বিবাদী পক্ষের ।

আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করেছিলেন

**জিতুল জেন্টিয়াল কোটেচা বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা ইত্যাদি ১৫**

**[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]**

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১) এই আপিলগুলির গ্রুপটি গুজরাট হাই কোর্টের একক বিচারকের ৮ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত। হাই কোর্ট একটি এফআইআর[১] (ফার্স্ট ইনফরমেশন প্রতিবেন) বাতিল করে দেন যা ব্যক্তিগত বিবাদীদের বিরুদ্ধে ১৯৭৩[২] সালের দণ্ডবিধি আইনের ৪৮২ ধারার অধীনে রেজিস্টার করা হয়েছিল, তবে চতুর্থ এবং পঞ্চম উত্তরদাতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৬০[৩] এর ৩৮৫ ধারা অনুযায়ী করা অভিযোগগুলি বাদে, যার তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২) ২০১৬ সালের ১৩ই এপ্রিল, আবেদনকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে রাজকোটের গান্ধীগ্রাম পুলিশ স্টেশন দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮ এবং ১২০ খ ধারায় ব্যক্তিগত বিবাদীদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। এফআইআরের বিষয়বস্তু নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩) রাজকোটের ভেজা গ্রামে অবস্থিত একটি সম্পত্তি সেনাবাহিনীতে চাকরি করার কারণে সরকার শামজিভাই জেসভাই কোলিকে বরাদ্দ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আবেদনকারী অভিযোগ করেছেন যে তিনি এবং তাঁর ভাই ৭,৭৫,০০০ টাকার বিনিময়ে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন এবং নোটারির সামনে শামজিভাই তাদের পক্ষে বিক্রি করার চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। জমির মালিকানা সাফ করার জন্য এবং সরকারের অনুমোদন পাওয়ার জন্য আবেদনকারী এবং তাঁর ভাইয়ের পক্ষে একটি অপরিবর্তনীয় মোক্তারনামা কার্যকর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আবেদনকারী অভিযোগ করেছেন যে ১৯৯৯ সালে তিনি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ৪ ০০,০০০ টাকা এবং বিক্রেতাকে নগদ ৪,০০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। শামজিভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি ১৯শে মে ১৯৯৯-এ আবেদনকারী, তাঁর বাবা এবং তাঁর ভাইদের পক্ষে আসল দলিল নথিভুক্ত করেছিলেন। শামজিভাই একই তারিখে আবেদনকারী এবং তাঁর শ্বশুরের পক্ষে একটি পাওয়ার অফ অ্যাটোমিও কার্যকর করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মোক্তারনামা উল্লেখ করেছেন যে শামজিভাই জমির জন্য বিবেচনা গ্রহণ করেছিলেন এবং আবেদনকারী ও তাঁর পরিবারের কাছে দখল হস্তান্তর করেছিলেন। শামজিভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি অন্য একটি চুক্তি কার্যকর করেছিলেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাকে ২,০০,০০০ টাকা টাকা দেওয়ার কথা ছিল। ২০০৬ সালের ৯ই জানুয়ারি, গুজরাট সরকার জমি বিক্রির অনুমতি দেয় এবং অভিযোগ করা হয় যে আবেদনকারী এবং তার পরিবার দ্বারা ১৩,৭৬,০০০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়েছিল।মোক্তারনামা ধারী হিসেবে, আপিলকারীর শ্বশুর জমিটি ওম প্রকাশ কোতেচা, মুকুল কোতেচা, কেতন কোতেচা এবং তার স্ত্রী দীপাবেনকে বিক্রি করেছিলেন এবং এই বিষয়ে একটি বিক্রয় চুক্তি

[১] এফআইআর নং ২০১৬ এর ১-১২৪ [২] "ফৌজদারি কার্যবিধি " [৩] "ভারতীয় দণ্ডবিধি "

[৪] "এফআইআর নং ২০১৬ এর ১-১২৪

নিবন্ধন করেছিলেন । আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তিনি ১৯৯৯ সাল থেকে সম্পত্তির মালিক।

৪) আপিলকারী অভিযোগ করেছেন যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতা, যারা শামজিভাইয়ের কন্যা, আবেদনকারীর পক্ষে শামজিভাই দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য ২০১১ সালে একটি মামলা[৫] দায়ের করেছিলেন। দেওয়ানি আদালত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখের আদেশে আবেদনকারীকে মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন সম্পত্তি হস্তান্তর বা বরাদ্দ করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেছে।

৫) অভিযোগ করা হয় যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতা সম্পত্তির ক্ষেত্রে সপ্তম উত্তরদাতার পক্ষে মোক্তারনামা কার্যকর করেন, যার জন্য অর্থমূল্য ছিল ৫,৫১,০০০ টাকা। একটি সমঝোতা স্মারক[৬] ও কার্যকর করা হয় যাতে বলা হয় যে, জমিটি ২ কোটি টাকায় বিক্রি করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তাঁরা অন্য মোক্তারনামা কার্যকর করেছেন এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার সঙ্গে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন।

৬) ২০১৫ সালের ২০শে মার্চ, 'আবেদনকারীর নির্দেশে' দায়ের করা এফআইআরের আগে, রাজকোটে ডিসিবি পুলিশ স্টেশনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬,৪০৯ ,৪২০,৪৬৫,৪৬৭,৪৪৭,৪৪৭,৩৪,১১৪ এবং ১২০ খ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে আবেদনকারী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে আবেদনকারী পুরো বিবেচনার অর্থ প্রদান না করেই সম্পত্তি অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় উত্তরদাতা দাবি করেছেন যে আবেদনকারী শামজিভাইয়ের অ্যাকাউন্টে জমা করা ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ৪,০০,০০০ টাকা অর্থ প্রদান করেছেন।

৭) আপিলকারী আরও অভিযোগ করেছেন যে, চতুর্থ উত্তরদাতা, যিনি দ্বিতীয় উত্তরদাতার স্ত্রী, তাকে আপোষ করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য উকিলের কার্যালয়ে ডেকেছিলেন। আবেদনকারীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার অর্থ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে জমিগুলি ভূ-মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। পঞ্চম উত্তরদাতা, তৃতীয় উত্তরদাতার স্ত্রী, আপোষে পৌঁছানোর জন্য আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থ দাবি করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম উত্তরদাতারা তৃতীয় পক্ষের সাথে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাদীদের দ্বারা সম্পাদিত অ্যাটর্নি এবং দলিলের ক্ষমতার সাক্ষী হিসাবে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

[৫] দেওয়ানী মামলা নং ২০১১ এর ১৫৭

[৬] "এমওইউ"

[৭] "এফআইআর নং২০১৫ এর ১-১১

৮) আবেদনকারী বিবাদীদের বিরুদ্ধে গান্ধীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮ এবং ১২০ খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ২০১৬ সালের ১৩ই এপ্রিল একটি এফআইআর[৮] নথিভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম উত্তরদাতারা ২০১৬ সালের ২রা মে তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর নির্দেশে দায়ের করা এফআইআর বাতিল করার জন্য 'ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টে আবেদন দায়ের করেন, হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে তদন্ত অব্যাহত থাকতে পারে তবে কেবল তার অনুমতি নিয়েই চার্জশিট দাখিল করা হবে।

৯) অষ্টম এবং নবম বিবাদীদের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি। গ্রেপ্তারের আশঙ্কায়, তারা রাজকোটের দায়রা আদালত থেকে আগাম জামিন চেয়েছিল এবং মঞ্জুর করা হয়েছিল। এরপরে, তারা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এফআইআর বাতিল করার জন্য আবেদনও দায়ের করেছিল।

১০) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৫,৩৮৯,৪১৮,৪৭৭,৫০৬ (২), ১২০ খ এবং ৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য হাইকোর্টে একটি খসড়া চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল। খসড়া চার্জশিটে অষ্টম এবং নবম বিবাদীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে আটজন উত্তরদাতা যিনি একজন আইনজীবী, অন্য অভিযুক্তদের মিথ্যা নথির খসড়া তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন-অ্যাটর্নির ক্ষমতা এবং সমঝোতা স্মারক। নবম উত্তরদাতা ২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় উত্তরদাতার সাথে ৪১,৫১,০০০টাকা প্রদানের বিরুদ্ধে সমঝোতা করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

১১) চতুর্থ ও পঞ্চম বিবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৩৮৫ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে ছাড়া ২০১৯ সালের ৮ই জানুয়ারি হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে এফআইআর বাতিল করার আবেদনগুলি অনুমোদিত হয়েছিল। হাইকোর্টের উপসংহারটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

১০.৪)উপরের বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণের সারাংশ হলো যে প্রাথমিকভাবে, এটি মনে হচ্ছে যে ধারা ৩৮৫ অনুযায়ী চাঁদাবাজি করার প্রচেষ্টার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে করণভাই গোরধনভাই সোলাঙ্কি এবং মাগানভাই দেবভাই ভগেলা (অপরাধমূলক মিসেলানিয়াস অ্যাপ্লিকেশন নং ১০৫৩৪/২০১৬ এর আবেদনকারীরা) বিরুদ্ধে। সুতরাং, তাদের বিরুদ্ধে ৩৮৫ ধারা অনুযায়ী তদন্ত আরও এগিয়ে যাবে। অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফ আই আর এবং

[৮]এফ আই আর নম্বর ২০১৬ এর ১-১২৪ [৯] ফৌজদারি এম.এ. নম্বর ৯৮৮৫ of ২০১৬, ফৌজদারি এম.এ. নম্বর ২০১৬ এর ১০৫৩৪, ফৌজদারি এম.এ. ২০১৬ এর ১০৬১২ এবং ফৌজদারি এম.এ. নম্বর ২০১৬ এর ১০৬৫১ [১০]এফ আই আর নম্বর ১-১২৪ ২০১৬

[১১] এস ফৌজদারি এ. নম্বর ২০১৬ এর ১০১৪০ এবং এস ফৌজদারি এ. নম্বর ২০১৬ এর ৫৮৫৯

খসড়া চার্জশিটে উল্লেখিত কোন অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাখিল করা হবে

হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৫ ধারার অধীনে একটি অপরাধ প্রাথমিকভাবে চতুর্থ এবং পঞ্চম বিবাদীদের বিরুদ্ধে তৈরি করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে আপোষ করার জন্য আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থ দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। হাইকোর্ট এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

৯.১) বর্তমান মামলার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় যে, শামজিভাইয়ের কন্যা ঋতাবেন ও সবিতাবেন অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রথম তথ্যদাতার জমির অধিকার ও মালিকানা বিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে, তিন মাস আগে ঋতাবেনের স্বামী ওরফে রামাবেন তাঁকে আপোষের জন্য একজন আইনজীবী মিঃ বি. বি. মেহতার কার্যালয়ে ডেকেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই মাফিয়াদের জমি দেওয়ার জন্য জমির মালিকানা কার্যকর করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন এবং যদি তিনি আপোষ করতে চান, তাহলে তাঁকে কোটি কোটি টাকা দিতে হবে।এক-দুই দিন পর কালুভাই তাঁকে ফোন করে বলেন যে করণভাই তাঁকে (কালুভাই) জানিয়েছেন যে, সাবিতাবেনের স্বামী অর্থাৎ মগনভাই আপোষ করার জন্য টাকা দাবি করেছেন। অভিযোগ রয়েছে যে, দেড় বছর আগে করণ তাঁর দালাল বন্ধু পুনিত কোলির সঙ্গে তাঁর হোটেল ইউরোপিনে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন, এবং আরও বলেছিলেন, যদি না করেন, তাহলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন এবং তাঁকে জেলে যেতে হবে। এই দুই ব্যক্তি মগন ও করণ মোক্তারনামা নথিতে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন।

প্রথম তথ্যদাতা অভিযোগ করেছেন যে করণভাই গোরধনভাই (আবেদন নং-এর আবেদনকারী সোলাঙ্কি এবং মগনভাই দেবভাই বাঘেলা) তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং বলেছেন যে জমিটি ভূ-মাফিয়াদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং যদি তিনি আপোষ করতে চান তবে তাকে কোটি টাকা দিয়ে ভাগ করতে হবে। আপোষের মাধ্যমে অর্থের দাবি ৩৮৫ ধারার উপাদানগুলিকে সন্তুষ্ট করবে। পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণগুলি, প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করে যে করণভাই গোরধনভাই সোলাঙ্কি (আবেদন নং ১এর আবেদনকারী, মাইস অ্যাপ্লিকেশন নং ১০৫৩৪/২০১৬) ঋতাবেনের স্বামী ওরফেরামাবেন এবং মগনভাই দেবভাই বাঘেলা (আবেদন নং ২)-এর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নং. ১০৫৩৪/২০১৬), যিনি সাবিতাবেনের স্বামী।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে তারা তৃতীয় পক্ষের পক্ষে অ্যাটর্নি এবং নিষ্পত্তি চুক্তি সম্পাদনের অভিযোগ জালিয়াতি, চাঁদাবাজি বা প্রতারণার অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে না। রায়ের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশ নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

৯.২) এটা কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, ঋতাবেন ও সবিতাবেন অন্য অভিযুক্তদের পক্ষে বিভিন্ন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। ঋতাবেন প্রথম তথ্যদাতার বিরুদ্ধেও ২০.০৩.২০১৫-এ এফআইআর দায়ের করেছেন। অ্যাটোমির ক্ষমতা প্রকাশ করে যে তাদের পক্ষে বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং ১৫৭/১১-এ যথাযথ কার্যধারা দায়ের করার জন্য এবং মামলার জমি সম্পর্কিত আইনি কার্যধারা চালানোর জন্য এগুলি কার্যকর করা হয়। ২০.১১.২০১২ তারিখের একটি মোক্তারনামা প্রকাশ করে যে রিতাবেন এবং সবিতাবেনকে কার্যধারার ব্যয়ের জন্য ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়া হয়।সুতরাং, কেবলমাত্র শামজিভাইয়ের কন্যা আবেদনকারী ঋতাবেন এবং সবিতাবেন অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে মোক্তারনামা এবং নিষ্পত্তি দলিল সম্পাদন করেছেন বলে, এই ধরনের কাজ জালিয়াতি, চাঁদাবাজি বা প্রতারণার অপরাধের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে না। এই ধরনের নথির বৈধতা সর্বদা দেওয়ানি কার্যধারায় পরীক্ষা করা যেতে পারে।

'হাইকোর্ট বলেছে যে ষষ্ঠ থেকে নবম বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এফআইআরে অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে না। হাইকোর্ট এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

১০) অপরাধমূলক বিবিধতা সম্পর্কে ২০১৬ সালের আবেদন নং ১০৬১২-এ বলা হয়েছে, আবেদনকারী-অভিযুক্ত-অশ্বিন পরশোত্তমভাই লীলা ঋতাবেনের অ্যাটোমি ধারকের ক্ষমতা। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি এবং ঋতাবেণ ০৭.০৬.২০১১-এ নিষ্পত্তি চুক্তিও করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা জমি দুই কোটি টাকায় বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন এবং ঋতাবেণকেও ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা) টাকা দেওয়া হয়েছে।

১০.১) ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নম্বর ১০৬৫১ of ২০১৬-এ, আবেদনকারী অভিযুক্ত- কিরণ পারশোত্তম হাপালিয়া, আরও একটি মোক্তারনামা রিতাবেন এবং স্যাভিতাবেন তার নামে সম্পাদিত করেছেন এবং একটি স্যাটেলমেন্ট ডিড ২০.১১.২০১২ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা এক কোটি টাকা (টাকা দুই লক্ষ) চেকের মাধ্যমে এবং তিন লক্ষ টাকা (টাকা তিন লক্ষ) নগদ রূপে অশ্বিন এবং রমেশ নিশিত থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও স্যাটেলমেন্ট ডিডে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি সম্পত্তির কোনও অংশ প্রভাবিত হয় তবে তারা তার ৫০% ভাগ ভাগ করবেন এবং যদি কোনও আপস হয় তবে তাদের ৫০% টাকা প্রদান করা হবে। অতএব, উল্লিখিত উভয় মামলায় এফ আই আর বা খসড়া চার্জশিটে উল্লিখিত কোনো অপরাধ দুই আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

একটি স্যাটেলমেন্ট ডিড ২০.১১.২০১২ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা এক কোটি টাকা (টাকা দুই লক্ষ) চেকের মাধ্যমে এবং তিন লক্ষ টাকা (টাকা তিন লক্ষ) নগদ রূপে অশ্বিন এবং রমেশ নিশিত থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও স্যাটেলমেন্ট ডিডে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি সম্পত্তির কোনও অংশ প্রভাবিত হয় তবে তারা তার ৫০% ভাগ ভাগ করবেন এবং যদি কোনও আপস হয় তবে তাদের ৫০% টাকা প্রদান করা হবে। অতএব, উল্লিখিত উভয় মামলায় এফ আই আর বা খসড়া চার্জশিটে উল্লিখিত কোনো অপরাধ দুই আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১০.২) ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নং. ৫৮৫৯/২০১৬-এ আবেদনকারী-অভিযুক্ত যতীন হাসমুখ পিপালিয়ার নাম এফআইআর-এ নেই। পরবর্তীকালে খসড়া চার্জশিটে তাকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে তিনি রিতাবেনের সাথে ২৫.২.২০১৫ তারিখের নিষ্পত্তি চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন যার জন্য তিনি চেক এবং নগদ ৪১,৫১,০০০ টাকা দিয়েছিলেন।

১০.৩) ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে. আবেদন নং. ১০১৪০/১৬-এ আবেদনকারী-অভিযুক্ত বাবুভাই নানজিভাই ভোখোদিয়ার নাম চার্জশিটে নেই। খসড়া চার্জশিটে তাঁর যে ভূমিকা রয়েছে তা মোক্তারনামা এবং নিষ্পত্তি দলিল সম্পর্কিত নথি তৈরিতে অন্যান্য অভিযুক্তদের সহায়তা করেছে। সুতরাং, অভিযোগগুলি গৃহীত হলেও উভয় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ধারা ৩৮৫,৩৮৯,৪১৮,৪২৩,৪৭৭,৫০৬ (২), ১২০-খ এবং ধারা ৩৪-এর অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম উত্তরদাতা এবং আপিলকারী আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন। হাইকোর্ট ২০২১ সালের ৯ই জুলাই তার আদেশে চতুর্থ এবং পঞ্চম বিবাদীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ফলস্বরূপ কার্যধারা সহ এফআইআর এবং চার্জশিট বাতিল করে দেয়, কারণ সে পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছিল। আপোষের কারণে, আপিলকারী দ্বিতীয়, পঞ্চম বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আর্জি চাপ দিচ্ছেন না, যারা শামজিভাই এবং তাদের স্বামীদের আইনী উত্তরাধিকারী।

১২) আবেদনকারীর পক্ষ থেকে, শ্রী নিখিল গোয়েল বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে যেঃ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী এফআইআর (যা আজ অবধি বাতিল হয়ে গেছে) নিবন্ধিত হয়েছিল তা তুলে ধরে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের যুক্তি দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল

টিএসএলপি (গিল) ২০১৯ সালের নং এস ৭৩৪ এবং এস ৭৩৫

ডিসিবি পুলিশ স্টেশনের সামনে এবং তাই, আবেদনকারীকে এফআইআর নথিভুক্ত করার জন্য গান্ধীগ্রাম থানায় পাঠানো হয়েছিল। যাইহোক, প্রকৃতপক্ষে, এটি ডিসিবি পুলিশ স্টেশন যা বিবাদীদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত করেছে;

(ii) ডিসিবি থানা দ্বারা পরিচালিত তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যেঃ

(ক) মিথ্যা সমঝোতাপত্র কার্যকর করে জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ তৈরি করার জন্য অভিযুক্তদের মধ্যে একটি পূর্বপরিকল্পিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ছিল;

(খ) জমিটি বিক্রি করার জন্য একটি নিবন্ধিত চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে শামজিভাই আপিলকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং আপিলকারীর শ্বশুরের পক্ষে একটি মোক্তারনামাও কার্যকর করা হয়েছিল;

(গ) দখলের রসিদ জারি করা হয়েছিল;

(ঘ) ৮,০০,০০০ টাকার একটি বিবেচনা শামজিভাই পেয়েছিলেন;

(ঙ) ২০০৬ সালে সরকারের কাছ থেকে জমি বিক্রির অনুমতি নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে শামজিভাই মারা গিয়েছিলেন; এবং

(চ) শামজিভাইয়ের মৃত্যুর পর মোক্তারনামা হোল্ডার তখন মোক্তারনামার শক্তিতে চারটি বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছিলেন;

(iii) দ্বিতীয় উত্তরদাতা নয় বছর পর ডিসিবি থানায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছেন। এফআইআর এবং পরবর্তী চার্জশিটটি হাইকোর্ট ৮ জুলাই ২০২১-এ একটি পৃথক কার্যধারায় বাতিল করেছে;

(iv) কিছু অভিযুক্ত, যারা এফ আই আর এ নাম করা হয়নি, তারা কোয়াশিং আর্জি দায়ের করেছিলেন এই আশঙ্কায় যে তারা চার্জশিটে নামিত হতে পারেন। গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা পূর্বানুমান জামিন আবেদন করার কারণ হতে পারে, কিন্তু এফ আই আর এ নাম না থাকা কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোয়াশিং আর্জি দায়ের করার কারণ হতে পারে না। এই যে অভিযুক্তরা জানত যে তারা খসড়া চার্জশিটে নামিত হতে চলেছে, এটি এই অনুমান সৃষ্টি করে যে অভিযুক্তরা পুলিশ-এর সাথে যোগসাজশে ছিল। হাই কোর্টকে এমন আর্জির মেনটেনেবিলিটি সম্পর্কে গুরুতরভাবে নোট নেওয়া উচিত ছিল এবং অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল

যে তাদের কাছে কীভাবে জানার উপায় ছিল যে তারা খসড়া চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে আরোপিত হতে চলেছে।

(v) হাইকোর্টের অনুসন্ধানগুলি এফআইআরের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে এবং সিআরপিসির ১৭৩ ধারার অধীনে তদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে না যা তার সামনে রাখা হয়েছিল; এবং

(vi) শামজিভাইয়ের বৈধ উত্তরাধিকারী এবং তাদের স্বামীদের আপিলকারীর সাথে সমঝোতায় প্রবেশের জন্য চাপ দেওয়া হয়নি।

১৩। অন্যদিকে, মিঃ করণ ভারিহোক এবং মিঃ খিলান ষষ্ঠ থেকে নবম বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রানী বলেন যেঃ

(i) এফআইআরে শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও সপ্তম বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে এবং অষ্টম ও নবম বিবাদীদের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি;

(ii) _ সর্বোচ্চ, ষষ্ঠ থেকে নবম বিবাদীদের মামলা মোকদ্দমার অর্থায়ন করেছেন বলে বলা যেতে পারে যা হাইকোর্ট তার বিতর্কিত রায়ে উল্লেখ করেছে;

(iii) বিবাদীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির কোনও অভিযোগ নেই;

(iv) একজন নোটারির সামনে অ্যাটর্নির ক্ষমতা এবং সমঝোতাপত্র কার্যকর করা হয়েছিল। সুতরাং, এর বিপরীতে, এই নথিগুলিকে মিথ্যা বা জাল হিসাবে অভিহিত করা যায় না;

(v) অষ্টম উত্তরদাতাকে কেবল নথির খসড়া তৈরি করার কারণে নিযুক্ত করা হয়েছে, যা অভিযোগের তুচ্ছ প্রকৃতি দেখায়;

(vi) আপিলকারীর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী এফআইআর একটি চার্জশিটের জন্ম দেয় যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে অ্যাটর্নি এবং বিক্রয় দলিলগুলির ক্ষমতা জাল করা হয়েছিল এবং এই জাতীয় জাল নথির ভিত্তিতে, আপিলকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হয়ে জমিটি নতুন মেয়াদ থেকে পুরানো মেয়াদে রূপান্তর করার অনুমতি পেয়েছিলেন;

(vii) ডিসিবি পুলিশ স্টেশন কর্তৃক ২০১৭ সালের ৯ই আগস্ট তারিখের চার্জশিট দাখিলের অনুমতির অনুরোধ শুধুমাত্র এফআইআর-এর অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে। এছাড়াও, এই নথিটি কখনো নথিভুক্তে রাখা হয়নি এবং

এটি আবেদনকারীর একটি প্রচেষ্টা, পুলিশ পরিদর্শকের সাথে যোগসাজশে, আবেদনকারীর পক্ষে একটি নথি তৈরি করার জন্য

(viii) গান্ধীগ্রাম থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল এবং তদন্তে ডিসিবি পুলিশের কোনও ভূমিকা ছিল না। সুতরাং, ডিসিবি থানা দ্বারা চার্জশিট দাখিল করার অনুমতির অনুরোধ আবেদনকারীর প্রভাব এবং ডিসিবি থানা দ্বারা পরিচালিত তদন্তের খারাপ প্রকৃতি দেখায়;

(xi) খসড়া চার্জশিটটি হাইকোর্ট তার বিতর্কিত রায়ে বিবেচনা করেছিল, যা চাঁদাবাজির অপরাধের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, যার কোনও উল্লেখ এফআইআরে নেই। উপরন্তু, হাইকোর্ট বিবৃতি এবং নথিগুলি উল্লেখ করেছে যা খসড়া চার্জশিটের অংশ ছিল;

(x) এফআইআরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তদন্ত চলাকালীন পুলিশ তাদের হয়রানি করেছিল। তারা রাজকোটের দায়রা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিল, যা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এরপরে, তারা উচ্চ আদালতে বাতিলের আবেদনগুলি দায়ের করেছিল;

(xi) দেওয়ানি আদালত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করেছিল। এই আদেশটি দায়রা আদালতে আপিলকারী দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল, "দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮-এর আদেশ ৪৩ বিধি ১-এর অধীনে কিন্তু এটি ২২ নভেম্বর ২০১৬-এ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আপিলকারী উচ্চ আদালতে" আপিল করেছেন, যার আগে কার্যধারা মুলতুবি রয়েছে;

(xii) আপিলকারী আদালতকে বিভ্রান্ত করে দাবি করেছেন যে 'শামজিভাই ১৯৯৯ সালে তাঁর পক্ষে একটি বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত করেছিলেন। নথিটি নিবন্ধিত নয়। মোক্তারনামা এবং বিক্রয় দলিলগুলি জাল নথি এবং পূর্ববর্তী এফআইআরের বিষয় ছিল;

(xiii) পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ মূলত একটি নাগরিক প্রকৃতির যা একটি অপরাধমূলক রঙ দেওয়া হয়েছে;

১৩দেওয়ানী আপীল নং ২০১৩ এর ৩২

[১৪]এস সি এ ২০১৭ এর ৫৫৫৮

(xiv) আপিলকারী চতুর্থ এবং পঞ্চম বিবাদীদের সাথে একটি সমঝোতা করেছেন, যারা একমাত্র চাঁদাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ষষ্ঠ থেকে নবম বিবাদীদের পুলিশ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমঝোতায় প্রবেশের জন্য চাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে;

(xv) ৩ বছর ৬ মাস পর এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়; এবং

(xvi) বিবাদীদের বিরুদ্ধে এমন কোনও অভিযোগ নেই যা অপরাধ গঠন করে।

১৪) প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কগুলি এখন বিবেচনা করা হবে।

১৫) ষষ্ঠ থেকে নবম বিবাদীদের ক্ষেত্রে, ২০১৯ সালের এসএলপি (সিআরএল) নম্বর ৫৭৩৬-৫৭৩৯-এ এই আদালতের সামনে তাদের অবস্থান নিম্নরূপ

| অভিযুক্তের নাম | অভিযুক্ত নং | হাইকোর্টের আগে সিআরএল. এমএ নং | হাইকোর্ট কর্তৃক আদেশের তারিখ | এখানে বিবাদীনং |
|---|---|---|---|---|
| অশ্বিনভাই পরশোত্তমভাই লীলা | ৭ | সিআরএল. এমএ নং ১০৬১২, ২০১৬ | ৮ জানুয়ারী ২০১৯ | বিবাদী নং ৬ |
| কিরণ পরশোত্তমভাই হাপালিয়া | ৬ | সিআরএল. এমএ নং ১০৬৫১, ২০১৬ | ৮ জানুয়ারী ২০১৯ | বিবাদী নং ৭ |
| বাবুভাই নানজিবাই ভাকোহদিয়া | খসড়া চার্জশীটে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত | এস. সিআরএল. এ নং ১০১৪০, ২০১৬ | ৮ জানুয়ারী ২০১৯ | বিবাদী নং ৮ |
| যতীন হাসমুখ বাই পিপালিয়া | খসড়া চার্জশীটে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত | এস. সিআরএল. এ নং ৫৮৫৯, ২০১৬ | ৮ জানুয়ারী ২০১৯ | বিবাদী নং ৯ |

এফ. আই. আর-এ ষষ্ঠ ও সপ্তম বিবাদীদের নাম উল্লেখ করা হলেও, খসড়া চার্জশিটে অষ্টম ও নবম বিবাদীদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে নবম বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে, তারা আপিলকারীর মালিকানাধীন জমির অধিকার ও মালিকানা বিপন্ন করার জন্য অ্যাটমি এবং এম. ও. ইউ-এর মিথ্যা ক্ষমতা কার্যকর করতে মিলিত হয়েছিল এবং তার কাছ থেকে অর্থ চাঁদাবাজির পক্ষ ছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম উত্তরদাতারা জমির মালিকানা সম্পর্কিত দেওয়ানি মামলার অর্থায়নের জন্য শামজিভাইয়ের আইনী উত্তরাধিকারীদের সাথে এলোমেলো চুক্তি সম্পাদন করেছিল। অষ্টম উত্তরদাতা, যিনি একজন আইনজীবী, অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি অন্যান্য অভিযুক্তদের অ্যাটর্নি এবং সমঝোতাপত্রের খসড়া তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন।

১৬) হাইকোর্ট লঙ্ঘন করেছে কিনা তা পরীক্ষা করার আগে ফৌজদারি ৪৮২ ধারার অধীনে এর ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা, কার্যধারা কীভাবে বিকশিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কার্যকর হবে।

**[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]**

১৭. ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮ এবং ১২০ খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ২০১৬ সালের ১৩ই এপ্রিল আপিলকারীর নির্দেশে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আটজনকে অভিযুক্ত হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছিলঃ

"(১) রিতাবেন ওরফে রামাবেন

(২) করণভাই গোরধনভাই সোলাঙ্কি,

(৩) সবিতাবেন

(৪) মগনভাই দেবভাই বাঘেলা

(৫) জয়াবেন

(৬) কিরণ পার্শোত্তমভাই হাথালিয়া,

(৭) অশ্বিন পরশোত্তমভাই লীলা (প্যাটেল)

(৮) জয়মিঙ্গিরি মাগানগিরি গোস্বামী "

১৮ )এফআইআর নিবন্ধনের পরে, গুজরাট হাইকোর্টে সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে আর্জি দায়ের করা হয়েছিল। ২ মে ২০১৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, একজন একক বিচারক তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে হাইকোর্টের অনুমতি ব্যতীত কোনও চূড়ান্ত প্রতিবেদন (সিআরপিসির ১৭৩ ধারার অধীনে) জমা দেওয়া হবে না। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে এটি দুটি বিবেচনার উপর ভিত্তি করে।

(i)আপিলকারীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় উত্তরদাতা দ্বারা পূর্ববর্তী অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই কার্যধারায়, আপিলকারী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল; এবং

(ii) রাজকোটের প্রবীণ দেওয়ানি বিচারপতির সামনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ২০১৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে রক্ষা করার জন্য একটি অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে এফআইআর বাতিল করার আবেদনগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন হাইকোর্ট নিম্নলিখিত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছিলঃ

৬) এই মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা (আই.ও) এই বিষয়টি তদন্ত করার সময় বর্তমান আবেদনকারীদের দ্বারা পূর্বে দায়ের করা অভিযোগের বিষয়টি মনে রাখবেন, যেখানে বর্তমান প্রতিক্রিয়া নম্বর ২ এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং মুলতুবি থাকা দেওয়ানী মামলা বিস্তারিত। এই আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনো চূড়ান্ত প্রতিবেন দাখিল করা হবে না।

২০১৬ সালের "এফআইআর নং ১-১২৪

° * ২০১১ সালের নিয়মিত দেওয়ানি মামলা নং ১৫৭

বিবাদী নম্বর ২-এর পক্ষে উত্তর দাখিলের অধিকার খোলা রাখা হয়েছে। সরাসরি সেবা অনুমোদিত।

১৯) আবেদনকারীর দায়ের করা এফআইআর তদন্ত করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে রাজকোট শহরের ডিসিবি পুলিশ স্টেশনের পুলিশ পরিদর্শক ২০১৭ সালের ৯ই আগস্ট হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে চার্জশিট দাখিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। হাইকোর্টের সামনে কার্যক্রম চলাকালীন, এফআইআর এবং চার্জশিটের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে এপিপি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল। চার্জশিটকে "খসড়া চার্জশিট" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের ছাড়পত্র ছাড়াই উপযুক্ত আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই পর্যায়ে, এফআইআর নিবন্ধনের পরে, তদন্তের সময় যে উপাদানগুলি উঠে এসেছিল তা নির্ধারণ করে, এপিপি দ্বারা হাইকোর্টের কাছে অনুরোধ করা জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জমা দেওয়া বিষয়গুলি, হাইকোর্টের রায়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং এইভাবে পড়া হয়েছেঃ

৬.২) বিজ্ঞ সরকারি উকিল ... তদন্তকারী আধিকারিকের নির্দেশে বলা হয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত জালিয়াতির অপরাধের ক্ষেত্রে বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়নি। তবে, তিনি বলেছেন যে, পরবর্তী তদন্তে জানা গেছে যে, তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও প্রতারণার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন।

৬.৩) লিখিত আবেদন... তদন্তকারী আধিকারিকের নথিভুক্ত করা সাক্ষীদের বিভিন্ন বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছে। তদন্তকারী আধিকারিকের নথিভুক্ত করা জিতুলভাই জেন্তিলাল কোটেচা এবং লালভাই কোরাইয়ার বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছে। তিনি বলেছেন যে আজ থেকে আট মাস আগে তিনি তাঁর আইনজীবী বন্ধু হর্ষদভাইকে মোবাইল ফোনে ফোন করেছিলেন, সেই সময় তাঁর বন্ধু হর্ষদভাই তাঁকে জানিয়েছিলেন যে আইনজীবী বাবুভাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন এবং তিনি বিতর্কিত জমি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান, এবং তারপর তিনি উক্ত আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেন।উকিল তাঁকে জানান যে, আপোষ করার জন্য করণভাই, মগনভাই ইত্যাদিকে প্রচুর অর্থ দিতে হবে এবং তিনি যখন এই পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন উকিল বাবুভাই তাঁকে জানান যে, তাঁরা আপোষ করার জন্য ৫০০০০০০০ টাকা (মাত্র পাঁচ কোটি টাকা) দাবি করছেন, অন্যথায় তিনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করবেন।

**৬.৪** বিজ্ঞ এ পি পি এছাড়াও মি. জেনিশ প্রেমজিবাই মোতিভরাস এর বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন, যা তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০.০৫.২০১৬ তারিখে নথিভুক্ত করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে তাকে শ্রী কাপিলভাই কোটেচা নামক একজন ব্যক্তি যোগাযোগ করেছিলেন, যিনি তাকে একটি দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে একজন ব্যক্তি বসে ছিল এবং কিছু জমির সাথে সম্পর্কিত চুক্তি নিয়ে কথা বলছিল, এবং পরে, তিনি তাকে জানিয়েছিলেন যে, যদি তিনি ঐ জমিতে বিনিয়োগ করতে চান, তবে তিনি তার সাথে আনা নথিগুলিতে সই করতে পারেন। ঐ ব্যক্তি তাকে জানিয়েছিলেন যে জমিটি দুই মহিলার মালিকানাধীন এবং সেই অনুযায়ী, তিনি তার নামে ১০০/- টাকা স্ট্যাম্প পেপারে সমঝোতা প্রস্তুত করেছেন। মি. জেনিশ প্রেমজি এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে পরে তিনি ঐ নথিতে সই করেছেন যা সমঝোতা সংক্রান্ত এবং সেই অনুযায়ী, ঐ ব্যক্তি তাকে ২৫,০০০/- টাকা এবং আরও ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) তিন মাসের মধ্যে প্রদান করার জন্য বলেছেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি ঐ অজানা ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থের কোনও রসিদ নেননি এবং শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়িক কার্ড পেয়েছিলেন যার মধ্যে তার নাম এবং ঠিকানা দেওয়া ছিল। শেষে তিনি জানান যে ঐ অজানা ব্যক্তিটি ২৫,০০০/- (পঁইত্রিশ হাজার টাকা) পরিমাণ অর্থের প্রতারণা করেছেন, তবে তিনি এ সম্পর্কে কোনো পুলিশি অভিযোগ দায়ের করেননি।

**৬.৫** বিজ্ঞ এ পি পি এছাড়াও ২১.০৫.২০১৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা নেওয়া প্রকাশ কিশোরভাই জারিয়া নামক ব্যক্তির বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন, যিনি বলেছেন যে তিনি ১২.০৪.২০১৬ তারিখে অশ্বিনভাই পারশোত্তমভাই লীলা নামক একজনকে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার টাকা) দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই বিষয়ে কোনো রসিদ নেননি। তিনি বলেন যে তিনি সংবাদপত্রে এই ঘটনার সম্পর্কে পড়েন। যখন তিনি অশ্বিনভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন তার মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল, এবং পরে তিনি জেতুল কোটেচার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার সাথে ডি.সি.বি. পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তার বক্তব্য দেন। তিনি বলেন যে অশ্বিনভাই তাকে ১০০/- টাকা স্ট্যাম্প পেপারে একটি সমঝোতা এবং মক্তারনামার কপি দিয়েছিলেন।

**৬.৬** বিজ্ঞ এ পি পি এছাড়াও ২১.০৫.২০১৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা নেওয়া নারেন্দ্রভাই চাগানভাই নাসিত নামক ব্যক্তির বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন, যিনি বলেছেন যে তিনি অশ্বিনভাইয়ের কাছ থেকে ঐ জমিতে বিনিয়োগ করার জন্য ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) চেয়েছিলেন

এবং সেই অনুযায়ী, তিনি ১৮.১১.২০১২ তারিখে তার ভাই রমেশ চাগান নাসিতের নামে ১,০০,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) চেক দিয়েছিলেন এবং পরে ১,৫০,০০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) নগদ দিয়েছিলেন, এবং পরে ২০.১১.২০১২ তারিখে তিনি রাজকোট আদালতে একটি সমঝোতা চুক্তিতে সই করতে গিয়েছিলেন যেখানে গীতাবেন এবং স্যাভিতাবেন তাদের স্বামীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে অশ্বিনভাই পরে ঐ কৃষকদের সাথে কথা বলছিলেন যে জেতুলভাই কোটেচা একজন ব্যবসায়ী এবং যদি আমরা তাকে চাপ দিই, তবে তিনি ৫০,০০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বা ১,০০,০০,০০,০০০/- (এক কোটি টাকা) পরিশোধ করবেন, তখন তিনি অশ্বিনভাইকে বলেছিলেন যে তিনি এমন কিছু করতে চান না, এবং পরে তিনি সেখান থেকে তার ছোট ভাইয়ের সাথে চলে গিয়েছিলেন। তিনি জানান যে তিনি সমঝোতা চুক্তিতে কোথাও সই করেননি এবং তার ছোট ভাইয়ের নামের উপর একটি ক্রস চিহ্ন দিয়েছিলেন এবং ঐ সমঝোতা চুক্তি অশ্বিনভাই এক মাস পরে লিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি অশ্বিনভাইয়ের কাছ থেকে নেওয়া ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) বিষয়ে কোনো পুলিশি অভিযোগ দায়ের করেননি।

**৬.৭** বিজ্ঞ এ পি পি আরও এক পুণিত স/ও নার্সিভাই উদেসার ০৯.০৬.২০১৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা নেওয়া বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন, যিনি বিশেষভাবে বলেছেন যে কারণভাই সোলাঙ্কি এবং জেতুলভাইয়ের মধ্যে একটি বিরোধ চলছিল এবং এক মাস পূর্বে, তার চাচা কারণভাই ইউরোপাইন হোটেলে জেতুলভাই কোটেচার সাথে সমঝোতার জন্য দেখা করেছিলেন, সেই সময়ে, জেতুলভাই সমঝোতার জন্য ২,৫০,০০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা শুনে তার চাচা কারণ সোলাঙ্কি হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে যখন তিনি তার চাচা কারণভাইয়ের সাথে হোটেলের বাইরে দেখা করেছিলেন, তখন তার চাচা তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি জেতুলভাইয়ের সাথে ২,৫০,০০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) সমঝোতা গ্রহণ করবেন না।

**৬.৮** উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে, বিজ্ঞ এ পি পি বলেছেন যে প্রাথমিকভাবে, বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাই এই পর্যায়ে এফ আই আর বাতিল করা উচিত নয়।

উপরোক্ত উদ্‌ধৃতি হাইকোর্টের রায় থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে যে একক বিচারক তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা ২০১৬ সালের ২০ মে, ২০১৬ সালের ২১ মে এবং ২০১৬ সালের ৯ জুন তারিখে

নথিকৃত বক্তব্যসমূহের বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত হয়েছিলেন। যখন হাইকোর্ট ৪৮২ ধারায় আবেদনের উপর শুনানি করছিল, তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ হওয়ার পর, ১৭৩ ধারার অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার অনুমতি চেয়েছিলেন। হাইকোর্ট তার আপত্তিকর আদেশের অনুছেদ ৯-এ এটি উল্লেখ করেছে, যা নিম্নরূপ:

৯.০) আপত্তিকর এফ.আই.আর সি.আর.আই-১২৪/২০১৬ নিবন্ধিত হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আই.পি.সি) ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ১২০খ এবং ৩৪ ধারার অধীনে বর্তমান রিট আবেদন কারীদের বিরুদ্ধে। রিট আবেদনকারীদের বিচারাধীন অবস্থায় একটি খসড়া চার্জশীট পেশ করা হয়, যেখানে অপরাধের ধারা পরিবর্তন করে ৩৮৫, ৩৮৯, ৪১৮, ৪২৩, ৪৭৭, ৫০৬(২), ১২০বি, ৩৪ আই.পি.সি করা হয়। অতএব, এই আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে যে, এফ.আই.আর-এর বিষয়বস্তু থেকে বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে তাড়না এবং প্রতারণার অপরাধ প্রমাণিত হয় কি না । এখানে, হাইকোর্টের দায়িত্ব ছিল, এফ.আই.আর-এর বিষয়বস্তু এবং পরিবর্তিত অভিযোগগুলো দেখে এটি নির্ধারণ করা যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাড়না এবং প্রতারণার অপরাধের উপাদান রয়েছে কি না।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে, হাইকোর্ট লক্ষ্য করেছে যে একটি "ড্রাফট চার্জ-শীট" তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবুও, হাইকোর্ট তার সামনে বিষয়টি গঠন করতে চলে যায় যে, এফআইআর-এর বিষয়বস্তুতে কি চাঁদাবাজি এবং প্রতারণার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা প্রতিস্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে কিনা। কিন্তু তার চূড়ান্ত আদেশে, হাইকোর্ট এফআইআর ২০১৬ এর ১-১২৪ এবং "সেই এফআইআর থেকে উদ্ভূত অন্যান্য ফলস্বরূপ প্রক্রিয়া" অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪৮২ ধারার অধীনে বাতিল করে দেয়। তবে, হাইকোর্ট এটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে, এফআইআর-এর মুখে চাঁদাবাজির অভিযোগ, যা আইপিসি ৩৮৫ ধারার অধীনে দণ্ডনীয়, অভিযুক্ত করণভাই এবং মাগনভাই (চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রতিস্থাপনকারী) বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপরাধে তদন্ত চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এফআইআর এবং ড্রাফট চার্জ-শীটে যা অভিযোগ করা হয়েছিল তা অন্য কোন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি।

২০) এটি প্রচলিত আইন যে, হাইকোর্ট তার অর্ন্তগত ক্ষমতা ৪৮২ ধারার অধীনে সযত্নে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করবে। জুগেশ সেহগাল বনাম শমশের সিং গোগি মামলায়, এই আদালত বলেছে যে, "অর্ন্তগত ক্ষমতাগুলি হাইকোর্টকে মনমর্জি বা অবাঞ্ছিত ইচ্ছার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অবাধ এখতিয়ার প্রদান করে না। সিম্রিখিয়া বনাম ডলি মুখার্জিমামলায়, এই আদালত অন্য একটি প্রসঙ্গে, যখন বলেছিল যে হাইকোর্ট তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করতে পারে না ৩৬২ ধারার কারণে, তখন পর্যবেক্ষণ করেছে যে, হাইকোর্টের অর্ন্তগত ক্ষমতা আইনগত বিধি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এই আদালত বলেছে:

২০০৯) ১৪ এস সি সি ৬৮৩ (১৯৯০) ২ এস সি সি ৪৩৭

৫. ... ৪৮২ ধারা হাইকোর্টকে এমন আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে যা কোডের অধীনে কোনো আদেশ কার্যকর করতে বা কোনো আদালতের প্রক্রিয়া অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয়। তবে, অর্ন্তগত ক্ষমতা, যেমন তার প্রকাশ্য ক্ষমতা দ্বারা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি এটি নীতি এবং প্রিসিডেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি কোনো বিষয় স্পষ্ট আইনের অধীনে আচ্ছাদিত হয়, তবে আদালত সেই আইনি বিধির উপেক্ষা করতে পারে না এবং পরিবর্তে নতুন কোনো বিধি তৈরি করতে পারে না অর্ন্তগত বিচারব্যবস্থা

(জোর যোগ করা হয়েছে)

পুলিশের একটি স্বীকৃত অপরাধ তদন্ত করার জন্য ১৫৪ এবং ১৫৬ ধারার অধীনে একটি আইনগত অধিকার রয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারার উপ-ধারা ২ (i) অনুযায়ী, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করবেন, যিনিপ্রতিবেদনবর্ণিত অপরাধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম। অপরাধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আগে, ম্যাজিস্ট্রেটকে তাদের নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রয়োগ করতে হবে এবং তারা পুলিশের দ্বারা নির্ধারিত সিদ্ধান্তের উপর বাধ্য থাকবেন না। প্রতীভা বনাম রামেশ্বরী দেবী মামলায় এই আদালতের দুই বিচারক বেঞ্চ জানিয়েছে যে, হাইকোর্ট তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্ত প্রতিবেন উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে না, এবং যখন প্রতিবেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয়নি, তখন হাইকোর্ট ধারা ৪৮২ অনুযায়ী অপরাধী প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারে না। বিচারপতি তারুণ চট্টোপাধ্যায় এইভাবে রায় দিয়েছেন:

১৮) আমাদের মত অনুযায়ী, হাইকোর্ট তার এখতিয়ারের বাইরে কাজ করেছে, তদন্ত প্রতিবেনের উপর নির্ভর করে এবং হাইকোর্ট প্রতিবেনটি তার কাছে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ারও ভুল ছিল। এটা এখন ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, এটি তদন্ত সংস্থার কাজ, প্রতিবেনটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া...

এই বিধান [ধারা ১৭৩(২)(i)] এর সরল পাঠ থেকে, এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিবেনটি হাইকোর্টে জমা দেবেন না যেখানে ধারা ৪৮২ এর অধীনে মামলা চলছে, বরং তাকে এমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে হবে যিনি ওই পুলিশ প্রতিবেনের ভিত্তিতে অপরাধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম। অতএব, হাইকোর্ট

(২০০৭) ১২ এস সি সি ৩৬৯

তার ক্ষমতার বাইরে কাজ করেছে তদন্ত সংস্থাকে ওই প্রতিবেনটি তার কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে, ধারা ৪৮২ অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়।

২১) অতএব, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা ব্যবহার করার সময়, হাইকোর্ট তদন্ত সংস্থার প্রতিবেনের উপর নির্ভর করতে পারে না এবং এটি তার কাছে প্রতিবেন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারে না, কারণ আইন খুব স্পষ্ট যে, তদন্ত সংস্থার প্রতিবেনটি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা গৃহীত হতে পারে বা ম্যাজিস্ট্রেট তা বাতিল করতে পারেন নথিভুক্তে উপস্থাপিত উপকরণের ভিত্তিতে। এরূপ পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট ধারা ৪৮২ অধীনে ক্ষমতা ব্যবহার করার সময় তদন্ত সংস্থারপ্রতিবেদননির্ভর করতে পারে না। তাই, আমাদের মত অনুযায়ী, হাইকোর্ট তদন্ত প্রতিবেনের ভিত্তিতে এফআইআর বাতিল করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, যখন এটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয়নি।"

২০১৬ সালের ২ মে হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশে, এটি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর অনুমতি দিয়েছে তবে নির্দেশ দিয়েছে যে চূড়ান্ত প্রতিবেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া যাবে না তার অনুমতি ছাড়া। এই নির্দেশের জন্য কোনও যুক্তি প্রদান করা হয়নি। এমনকি অন্তর্বর্তী স্তরে, হাইকোর্টকে তার মস্তিষ্কের প্রয়োগ প্রদর্শন করতে হবে এবং যে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করার জন্য যুক্তি প্রদান করতে হবে, যা উপযুক্ত মামলায় এই আদালতের কাছে পরীক্ষিত হতে পারে। অন্তর্বর্তী নির্দেশটি ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডের অধীনে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হাইকোর্ট তার উপর প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে, পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চার্জশীট জমা দিতে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এবং আরও তদন্তে "অভিযোগ পত্র"-এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে।

২১) আমরা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই যে, একটি আলাদা পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন চার্জশীট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয় এবং ধারা ৪৮২ অধীনে হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকে। এমন ক্ষেত্রে, হাইকোর্টকে তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণ বিবেচনা করতে হবে, যেমন কাপ্তান সিং বনাম রাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ মামলায় এই আদালতের একটি দুই বিচারক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, যার একজন (বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়) আমি ছিলাম। তবে, হাইকোর্ট

"অভিযোগ পত্র"-এর উপর নির্ভর করতে পারে না, যেটি এখনও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয়নি, ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর বাতিল করতে।

২২) সম্প্রতি, মহেন্দ্র কেসি বনাম রাষ্ট্র কর্ণাটক মামলায়, এই আদালত পুনরায় প্রমাণিত করেছে যে, হাইকোর্টে ধারা ৪৮২ অধীনে এফআইআর বাতিল করার জন্য একটি সুপরিচিত পরীক্ষা প্রয়োগ করতে হবে:

"১৬. ...যে পরীক্ষা প্রয়োগ করা হবে তা হল, অভিযোগগুলো যদি তাতে পরিবর্তন বা কমিয়ে না করা হয়, তবে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত করে কি অভিযোগকৃত অপরাধের উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্তরে, হাইকোর্ট অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে পারে না এবং না তা বিচারক যে তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে সেইভাবে চলতে পারে।

২৩) বর্তমান মামলায়, এফআইআর-এ ষষ্ঠ এবং সপ্তম প্রতিপক্ষদের যে ভূমিকা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নলিখিত অংশে দেখা যায়:

"...যতদূর আমাদের দখলে ১৯৯৯ সাল থেকে উক্ত জমি ছিল, শামজিভাই জশাভাই কোলির কন্যাগণ অর্থাৎ রামাবেন কোলি, স্যাভিতাবেন কোলি এবং জয়াবেন কোলি, তারা সকলেই ০৭/০৬/২০১১ তারিখে এক মোক্তারনামা এক্সিকিউট করেছিলেন, যার মাধ্যমে তারা বলেন যে, যেহেতু তারা উক্ত জমির মালিক, তারা জমির সমস্ত কাজ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, পাশাপাশি এই ব্যক্তিরা এক মেমোরেনডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংও এক্সিকিউট করেছিলেন কিরণভাই হাথালিয়ার পক্ষে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এই জমি বিক্রি করা হবে ২ কোটি টাকার বিনিময়ে এবং এজন্য ৫,৫১,০০০/- (পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা মাত্র) নগদ পরিশোধ করা হয়েছিল।

সেই সময়ের তথ্যগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া, স্যাভিতাবেন এবং রিতাবেন আরও এক মোক্তারনামা এবং মেমোরেনডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক্সিকিউট করেছিলেন অশ্বিনভাই পারশোত্তমভাই পটেল পক্ষে এবং সেই মেমোরেনডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে বলা হয়েছে যে, অশ্বিনভাই পটেল চেকের মাধ্যমে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) পরিশোধ করেছিলেন। তারা আরও বলেন যে,

**জিতুল জেন্টিয়াল কোটেচা বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা ইত্যাদি ৩৩**

**[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]**

যদি তাদের উক্ত জমিতে শেয়ার দেওয়া হয় তবে তারা তাদের শেয়ারে ৫০% জমি পাবেন, পাশাপাশি সেই দলিলে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো সমঝোতা নগদ পরিশোধের মাধ্যমে হয়, তবে সেই পরিমাণেরও ৫০% তাদের শেয়ারে থাকবে ইত্যাদি।

এভাবে আমি শামজিভাই জশাভাই কোলি এবং শামজিভাই কোলির উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে উক্ত জমি ক্রয় করেছি, অর্থাৎ রিতাবেন (রামাবেন) করানভাই সোলঙ্কির স্ত্রী এবং তার স্বামী করানভাই গর্ডনভাই সোলঙ্কি, যারা গনশ্যামনগর কোথারিয়া রোডে বসবাস করেন, স্যাভিতাবেন মাগনভাই ভগেলার স্ত্রী এবং তার স্বামী মাগনভাই দেবাভাই ভগেলা, যারা এইছ উ ডি সি ও কোয়ার্টার্স, জান্তা ফটক, জামনগরে বসবাস করেন এবং অন্য কিরণ পারশোত্তমভাই হাথালিয়া, যিনি ৭, পাটেল কলোনি, চন্দ্রেশনগর মেইন রোড, রাজকোটে বসবাস করেন এবং অশ্বিনভাই পারশোত্তমভাই লীলা (পটেল), যিনি মোটা মা তলুকা জেলা রাজকোটে বসবাস করেন এবং জয়মিঙ্গিরি মাগংগিরি গোস্বামী, যিনি ক/৫, সামরাজ্য অ্যাপার্টমেন্ট, নিউ কলেজওয়াদি, কালাভাদ রোড, রাজকোটে বসবাস করেন, যারা অবৈধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমার মালিকানাধীন উক্ত জমি দখল করার জন্য ঐ জমিকে বিরোধপূর্ণ এবং আদালতে বিচারাধীন করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাদের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য এই জমি বা বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের আইনগতভাবে কোনো অধিকার নেই, মিথ্যা, ভুয়া এবং জাল দলিলগুলি রচনা করে এবং এজন্য এটি আমার আইনি অভিযোগ।"

(জোর যোগ করা হয়েছে)

এমনকি এফআইআর-এ উল্লিখিত অভিযোগগুলি প্রাথমিকভাবে দেখায় যে, ষষ্ঠ এবং সপ্তম প্রতিপক্ষ শামজিভাই কোলির আইনি উত্তরাধিকারীদের সাথে চ্যাম্পারটাস চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তারা আপিলকারীর কাছ থেকে টাকা চাঁদাবাজির সাথে যুক্ত ছিলেন। বিতর্কিত রায়ে, হাইকোর্ট বলেছেন যে, এসব অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৮৫ . অনুযায়ী চাঁদাবাজির অপরাধ প্রমাণ করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, হাইকোর্ট সম্পূর্ণভাবে অপরাধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগগুলি পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে অন্য অভিযুক্তরাও চাঁদাবাজির সাথে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং,

যেখানে অভিযুক্তদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে হাইকোর্ট সিআরপিসি ৪৮২ ধারার অধীনে এফআইআর বাতিল করতে পারে না

২৪) অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে, হাইকোর্ট লক্ষ্য করেছে যে কিছু ব্যক্তি (অষ্টম এবং নবম প্রতিপক্ষ) যারা খসড়া চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে নামিত হয়েছিল, তারা আবেদন নিষ্ক্রিয় করার জন্যআর্জিদাখিল করেছে, যেটি খসড়া চার্জশিট হাইকোর্টে দাখিল হওয়ার আগে ছিল। এই প্রেক্ষাপটে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত যে, হাইকোর্টের কার্যক্রম অস্বাভাবিক, এমনকি অতিরিক্ত ছিল, এটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হাইকোর্ট ধারা ৪৮২-এর অধীনে আবেদন নিষ্ক্রিয় করার জন্য আর্জি গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র তাদের নাম খসড়া চার্জশিটে থাকা ভিত্তিতে, যাদের এফআইআর-এ নাম ছিল না। খসড়া চার্জশিটটি শুধুমাত্র তদন্তকারীর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছিল যাতে এটি উপযুক্ত আদালতে দাখিল করার অনুমতি পাওয়া যায়। তদন্তের সময়ে ঘটনার সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অভিযুক্তদের ধারা ২০৭, সিআরপিসি অনুযায়ী চার্জশিট কপি পাওয়ার পর জানা যায়। এটা পরিষ্কার যে, খসড়া চার্জশিটে যাদের নাম ছিল তারা

২০৭ (অভিযুক্তকে পুলিশ রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথির অনুলিপি প্রদান)

যে কোন ক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্রম পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে বিলম্ব না করে, বিনামূল্যে নিম্নলিখিত প্রতিটি নথির অনুলিপি প্রদান করবেন:

(i) পুলিশ রিপোর্ট;

(ii) প্রথম তথ্য রিপোর্ট যা ধারা ১৫৪ এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে;

(iii) ধারা ১৬১(৩) এর অধীনে যে সমস্ত ব্যক্তির বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং যাদের প্রসিকিউশন সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করতে প্রস্তাব করেছে, তাদের বিবৃতি, তবে পুলিশ কর্মকর্তা যদি ধারা ১৭৩(৬) অনুযায়ী এমন কোনো অংশের জন্য বাদের আবেদন করে, তবে সেই অংশ বাদ দেওয়া হবে;

(iv) ধারা ১৬৪ এর অধীনে নথিভুক্তকৃত স্বীকারোক্তি এবং বিবৃতি, যদি থাকে;

(v) কোনো অন্যান্য নথি বা তার প্রাসঙ্গিক অংশ যা পুলিশ রিপোর্টের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়েছে ধারা ১৭৩(৫) এর অধীনে:

এতে যতটুকু বলা হয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেট যেকোনো এমন অংশের বিবৃতি পর্যালোচনা করার পর এবং পুলিশ কর্মকর্তার দেওয়া কারণ বিবেচনা করার পর, নির্দেশ দিতে পারেন যে সেই অংশের অনুলিপি বা তার যেকোনো অংশ যা ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন তা অভিযুক্তকে প্রদান করা হবে:

আরও বলা হয়েছে যে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে, ধারা (v)-এ উল্লেখিত কোনো নথি বৃহৎ আকারের, তবে তিনি অভিযুক্তকে তার অনুলিপি প্রদান না করে, নির্দেশ দিতে পারেন যে, অভিযুক্ত শুধুমাত্র তা আদালতে নিজে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে পরিদর্শন করতে পারবেন।"

খসড়া চার্জশিটে আবেদন নিষ্ক্রিয় করার জন্যআর্জিদাখিলের ঘটনা দেখে বোঝা যায় যে, হাইকোর্টের কাছে চার্জশিট দাখিল হওয়ার আগেইআর্জিদাখিল করা হয়েছিল। হাইকোর্ট এই ঘটনাগুলি লক্ষ্য করা উচিত ছিল। আপিলকারীর পক্ষ থেকে মৌখিক এবং লিখিত আবেদনগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্তরা পুলিশের সাথে যোগসাজশে ছিল। হাইকোর্টকে তার প্রক্রিয়ার অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

২৫) প্রতিপক্ষদের পক্ষ থেকে এটি দাবি করা হয়েছে যে, তদন্তের সময়ে ষষ্ঠ থেকে নবম প্রতিপক্ষ যারা গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন, তারা সেশন আদালতে পূর্ববর্তী জামিন -এর আবেদন করেছিলেন, যা রাজকোট সেশন আদালত মঞ্জুর করেছিল। সুতরাং, এটি দাবি করা হয়েছে যে, এরপরেই আবেদন নিষ্ক্রিয় করার জন্যআর্জিদাখিল করা হয়েছিল। যদিও গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা পুরববরতি জামিন -এর আবেদন দাখিল করতে প্ররোচিত করেছিল, তবে এটি সিআরপিসি ৪৮২ অনুযায়ী আর্জি দাখিল করার জন্য ভিত্তি হতে পারে না, যাদের এফআইআর-এ নাম ছিল না এবং যারা খসড়া চার্জশিট দাখিল হওয়ার আগেই আবেদন নিষ্ক্রিয় করার জন্য আর্জি দাখিল করেছিল। হাইকোর্টের রায় দেখায় যে, যখন এটি বিভিন্ন আবেদনকারী কর্তৃক দাখিল করা আর্জিগুলি বিশ্লেষণ করছে, তখন এটি এমন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর এবং খসড়া চার্জশিট বাতিল করেছে যাদের এফআইআর-এ অভিযুক্ত হিসেবে নাম ছিল না। অষ্টম এবং নবম প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের আগাম হস্তক্ষেপ একটি অপ্রয়োজনীয় পর্যায়ে ছিল এবং এটি গ্রহণযোগ্য ছিল না।

২৬) মৌখিক আলোচনার সময়, প্রতিপক্ষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি পূর্ববর্তী অভিযোগ নিবন্ধিত ছিল, যার ফলে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষদের উচিত ছিল এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে হাইকোর্টে ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নং ১০৫২৩/২০২১ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী অভিযোগ এবং চার্জশিট এবং সব পরবর্তী প্রক্রিয়া আপিলকারীর অনুরোধে বাতিল করা হয়েছিল, যা আপিলকারীর লিখিত আবেদনের মাধ্যমে জানা গেছে। প্রতিপক্ষদের পক্ষ থেকে আরো দাবি করা হয়েছে যে, আপিলকারী কিছু অভিযুক্তদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন এবং সম্পূর্ণ এফআইআর বাতিল করা হয়েছিল। এই বিষয়ে, আপিলকারী লিখিত আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নং ১০৫২৯/২০২১ এর মেমো দুটি ব্যক্তি (চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রতিপক্ষ) দাখিল করেছিলেন,

যার ব্যাপারে প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে, ৯ জুলাই ২০২১ তারিখে আদেশটি নথিভুক্ত করে যে, পুরো এফআইআর বাতিল হয়ে গেছে। এই আদেশটি, হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ ৮ জানুয়ারী ২০১৯ অনুযায়ী, সব অভিযুক্তের বিরুদ্ধে, বাদে উপরের দুটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাতিল হয়েছে। সুতরাং, ৯ জুলাই ২০২১ তারিখের আদেশটি কেবলমাত্র ওই দুটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করেছে, যাদের সাথে পরে একটি সমঝোতা হয়েছিল। এই সমঝোতাটি ষষ্ঠ প্রতিপক্ষের কাউন্টার এফিডেভিটে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, আপিলকারী উল্লেখ করেছেন যে এস এল পি ( সি আর এল ) নং ২০১৯ এর ৫৭৩৪ এবং ৫৭৩৫ আর বিরোধিতা করা হচ্ছে না।

২৭) উপরের কারণে, আমরা উপসংহারে পৌঁছেছি যে, হাইকোর্ট সিআরপিসি ৪৮২ এর অধীনে এর ক্ষমতা ব্যবহার করার সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং এফআইআর এবং সব পরবর্তী প্রক্রিয়া বাতিল করেছে। এখানে হাইকোর্টের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার স্পষ্টভাবে ঘটেছে। সুতরাং, আমরা হাইকোর্টের ৮ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি বাতিল করছি এবংএস এল পি ( সি আর এল ) নং ২০১৯ এর. ৫৭৩৬-৩৯ থেকে অপরাধী আপিলগুলি অনুমোদন করছি। তবে,এস এল পি ( সি আর এল ) নং . ২০১৯ এর ৫৭৩৪ এবং ৫৭৩৫ থেকে অপরাধী আপিলগুলি খারিজ করা হবে।

২৮. কোনো মুলতুবি আবেদন থাকলে, সেগুলি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিধি জৈন আপিল নিষ্পত্তি করা হয়

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

**দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

**Arfa Banerjee**